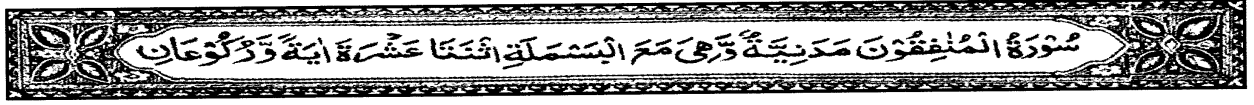


# সূরা আল্ মুনাফেকুন-৬৩

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

এটিও একটি মাদানী সূরা। বিষয় বস্তুর দিক থেকে দেখলে বুঝা যায়, উহুদ যুদ্ধের কিছুকাল পরে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাটি মদীনায় ইহুদীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তব্য রেখেছে। এই সূরাটি ইসলামের অপর শত্রু মুনাফেকদের কার্যকলাপ তুলে ধরেছে। মুনাফেকরা যড়যন্ত্র পাকিয়ে মিত্রতা ও একাত্মতার ছদ্মাবরণে ইসলামের ধ্বংস সাধন করতে চায়। তারা অসৎ, কপট, অবিশ্বস্ত। তারা ইসলামের স্বপক্ষে বড় বড় বুলি আওড়ায়, মু'মিন বলে ভাওতাবাজি করে। কিন্তু আসলে তারা কপট ও বিশ্বাসঘাতক। সূরাটি বলছে, তারাই ইসলামের প্রকৃত শত্রু। কারণ তারা মু'মিনের মিথ্যা পরিচয় বহন করে এবং কঠোর শপথ গ্রহণ করে প্রকৃত মুসলমানদেরকে প্রতারণা করে। দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তারা ছল-চাতুরীকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে। যড়যন্ত্র ও অপকর্মের আতিশয্যে তারা নিজেদেরকে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করেছে এবং এই অবস্থা থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে না। ভুলক্রমে তারা নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীদেরকেও তাদের সমপর্যায়েরই মনে করে এবং ভাবে সাহাবীরাও তাদেরই মত একদল স্বার্থপরায়ণ লোক, যারা স্বার্থোদ্ধার করার পর সুযোগ বুঝে রসূলে পাক (সাঃ)কে পরিত্যাগ করবে। সূরার শেষ দিকে মুসলমানদেরকে সময়ের চাহিদা মোতাবেক আল্লাহ্র পথে ধন-দৌলত খরচ করার জোরালো তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সেই সময় শীঘ্রই আসছে যখন ইসলাম আত্মরক্ষা কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ধন-দৌলতের মোটেই মুখাপেক্ষী হবে না।



## সূরা আল মুনাফেকুন-৬৩

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ২ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। মুনাফেকরা<sup>৩০৪৯</sup> যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, ‘আমরা (কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।’ আর আল্লাহ জানেন তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল। এরপরও আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।\*

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

৩। তারা তাদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এভাবেই তারা আল্লাহর পথ থেকে (লোকদের) বিরত রাখে। তারা যা করছে তা নিশ্চয় অতি মন্দ।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৪। এর কারণ হলো, তারা (প্রথমে) ঈমান আনলো, এরপর অস্বীকার করলো। এর ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হলো। কাজেই তারা বুঝে না<sup>৩০৫০</sup>।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

★ ৫। আর তুমি যখন তাদের দেখ (তখন) তাদের দেহাবয়ব তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা কথা বললে তুমি তাদের কথা শুনে থাক। (অথচ) তারা (যেন একটির ওপর আরেকটি) হেলিয়ে রাখা শুকনো গাছের ডালের ন্যায়<sup>৩০৫১</sup>। সব ধরনের দুর্যোগ নিজেদের ওপর নেমে আসবে বলে তারা ভয় পায়। এরাই হলো শত্রু। অতএব এদের সম্বন্ধে সাবধান হও! এদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক! এদেরকে কিভাবে (বিপথে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يُجَسَّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فَاذْكُرُونَهُ

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ৯৪৯ গ. ৩৪৯১; ৪৪১৩৮; ১৬৪১০৭ ঘ. ২৪২০৫।

৩০৪৯। মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে উচ্চ গলায় ‘ঈমান’ আনার কথা বলে এবং এর দ্বারা নিজেদের হৃদয়ের অবিশ্বাস ও অবিশ্বস্ততাকে ঢেকে রাখতে চায়।

★[কোন কোন লোকের মৌখিক সত্যায়ন বাস্তবিকপক্ষে সত্য হলেও মনে মনে তারা অস্বীকারকারী হয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলে দিয়েছেন, এরা সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু এদের হৃদয় অস্বীকার করছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৩০৫০। মুনাফেকরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে, তাদের চালাকি ও চাল-চলন দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভুলিয়ে রাখবে।

৩০৫১। মুনাফেক আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। সে সর্বদাই এমন একজনকে খুঁজে বেড়ায় যার উপর সে হেলান দিয়া দাঁড়াতে পারে। অথবা এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে মুনাফেকের ভিতর-বাহীর এক হয় না। সে এমনভাবে চলাফেরা করে যে বাহ্যত তাকে জ্ঞানী, সম্মানী ও সৎ মনে হয়, কিন্তু তার অভ্যন্তর একেবারে পচা, গলিত ও অপবিত্র। সে তার বাক-পটুতা দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন করতে চায়, কিন্তু ভীকৃতার কারণে সে সব কিছুতেই সন্দিগ্ধ থাকে এবং যত্র তত্র বিপদের আশঙ্কা করতে থাকে।

৬। আর তাদের যখন বলা হয়, 'আস, \*আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা (অহংকারভরে) মুখ ফিরিয়ে রাখে। আর তুমি তাদেরকে দস্তভরে (সত্য গ্রহণ করা থেকে) বিরত হতে দেখবে।

৭। তাদের জন্য তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা তাদের জন্য একই কথা। \*আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

★ ৮। এরাই বলে, 'আল্লাহর রসূলের সাথে যারা রয়েছে তারা (তাকে পরিত্যাগ করে) চারদিকে সরে না পড়া পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না<sup>৩০৫২</sup>। অথচ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর ধনভান্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফেকরা (তা) বুঝে না।'

৯। তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে'<sup>৩০৫৩</sup>। আসলে সব সম্মান আল্লাহর, তাঁর রসূলের ও মু'মিনদেরই। কিন্তু মুনাফেকরা (তা) জানে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَوْا بِرُءُوسِهِمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ①

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ②

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْفَاسِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ③

يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْفَاسِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ④

দেখুন : ক. ৪ঃ৬২ খ. ৯ঃ৮০।

৩০৫২। মুনাফেক নিজে কপট আসাধু হওয়ার কারণে অন্যান্যদেরকেও ঠিক একই রকম মনে করে। মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের সম্বন্ধে মদীনার মুনাফেকরা এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করে নিয়েছিল যে তারাও নবী করীম (সাঃ) এর চারপাশে কোন পার্শ্ব স্বার্থের আকর্ষণেই সমবেত হয়েছে এবং যখনই তারা দেখবে পার্শ্ব স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ নেই তখনই তারা তাঁকে (সাঃ) পরিত্যাগ করবে। তাদের এই ধারণা ও আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। সময় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে দুঃখ-যাতনা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ, এমনকি মৃত্যুও তাদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) এর সান্নিধ্য থেকে তিল পরিমাণ নড়াতে পারেনি।

৩০৫৩। একবার (বনু মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে) এক অভিযানের সময়ে, মদীনার মুনাফেকদের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, মদীনায় ফিরে গিয়ে (তার মতে) সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) সবাপেক্ষা হীন ব্যক্তিকে অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)কে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিবে। নবী করীম (সাঃ) এর উপর আবদুল্লাহ বিন উবাই বড়ই চটা ছিল। কারণ এই দুষ্ট ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ ছিল সে মদীনার প্রধানতম সর্দার হবে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের কারণে এই ব্যক্তিত্বের (সাঃ) সামনে তার উচ্চাভিলাষ ভুলুষ্ঠিত হয়ে গেল। তার এই আশা-ভঙ্গের জন্য সে মনে মনে মহানবী (সাঃ)কেই দায়ী করতো। অপরদিকে আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র ছিলেন আত্মনিবেদিত মুসলমান। তিনি তাঁর পিতার এ বেয়াদবীপূর্ণ দণ্ডোক্তি শুনে এতই রুষ্ট হলেন যে তিনি খোলা তরবারী হাতে মদীনা-প্রবেশের পথ রুখে দাঁড়ালেন এবং পিতা যে পর্যন্ত না স্পষ্টভাবে স্বীকার করলো, সে-ই স্বয়ং মদীনার সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, সে পর্যন্ত তিনি পথ ছাড়লেন না। এইভাবে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের অহংকার ও আত্মগরিভা তার মাথায় বজ্রের মত নিপতিত হয়েছিল।

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে তোমাদের উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْخَسِرُونَ ⑩

১১। \*আর আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ কর, যেন তাকে বলতে না হয়, "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! হায়, আমাকে যদি কিছুটা অবকাশ দিতে তবে আমি অবশ্যই দান খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীল হতাম!"

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ  
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑪

১২। \*আর কারো নির্ধারিত মেয়াদকাল<sup>৩০৫৪</sup> এসে গেলে আল্লাহ্ কখনো তাকে অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবহিত।

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑫

দেখুন : ক. ৮ঃ২৯; ২৪ঃ৩৮; ৬৪ঃ১৬; ১০২ঃ২ খ. ২ঃ১৯৬; ৯ঃ৩৪ গ. ১৪ঃ৪৫ ঘ. ৭১ঃ৫।

৩০৫৪। সৎ কর্ম করার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেন তা সময় থাকতে যে ব্যক্তি কাজে না লাগায় তার সেই সময় ও সুযোগ আর ফিরে আসে না।